উপস্থিত- **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ**

সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

আদেশ নং-৫৪
তারিখ- ২৩/০১/২৪ ইং

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। অতপর নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস্ মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বাদী-প্রার্থীকগনের মাতা সাইর খাতুন, বিবাদী-প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে দানপত্র রহিতের ডিক্রীর প্রার্থনায় অত্রাদালতে অপর ১৯৩/২০১১ নম্বর মোকদ্দমা আনয়ন করেছিলেন। বাদীর নাতী মোঃ রবিউল আলম আমমোক্তার মূলে উক্ত মামলা পরিচালনা করতেন। ইতোমধ্যে সাইর খাতুন ১২/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে প্রার্থীকগন বাদী শ্রেনীভুক্ত হন। প্রার্থীকগণ সকলে পর্দানশীল মহিলা হওয়ায় উক্ত আম-মোক্তার মামলা পরিচালনা করতে থাকেন। ২০১৯ ইং রবিউল করিম ঢাকায় অবস্থান করায় মামলার খোঁজ নিতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে রবিউল করিম ০২/০১/২০২০ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে সয্যাশায়ী থাকায় বিজ্ঞ কৌসুলির সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। বিগত ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীকপক্ষে তদবির গ্রহন না করিয়া সময়ের দরখাস্ত প্রদান করলে দরখাস্ত নামঞ্জুরক্রমে মামলাটি তদবিরের অভাবে খারিজ করা হয়। তদ্বির গ্রহণে ব্যর্থতা বাদী-প্রার্থীর অবহেলাজনিত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত অপর ১৯৩/২০১১ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে পূর্বাবস্থায় পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন। উল্লেখ সেই সময়ে দেশে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে প্রার্থীকপক্ষ যথাসময়ে মিস মামলা আনয়ন করতে পারেননি। প্রার্থীপক্ষ ১৪১ দিন বিলম্বে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অন্যদিকে, প্রার্থীপক্ষের মামলাকে অস্বীকার পূর্বক ১ নম্বর বিবাদী/প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদী-প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, মূল মামলাটি অত্র বিবাদী/প্রতিপক্ষ হাজির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন। মূল মামলায় বাদীপক্ষ সুবিধা করতে পারবে না বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিয়া যথাসময়ে তদবির গ্রহন করেননি। যে কারনে তদবিরের অভাবে মামলাটি ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে খারিজ হয়। প্রার্থীপক্ষ অযথা তাকে হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র

মামলা আনয়ন করেন। এমতাবস্থায় প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত তামাদি দ্বারা বারিত বিধায় অত্র মিস মামলা নামঞ্জুরাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অপর ১৯৩/২০১১ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ রহিত যোগ্য কি না?

২) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা নূর বেগম (Pt.W.1)। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা- আবুল কাসেম (Op.W.1)।

নূর বেগম (Pt.W.1) এবং আবুল কাশেম (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর : ১ অপর ১৯৩/২০১১ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদ-রহিতযোগ্য কিনা এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ২ : প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না ?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহীত হলো।

নূর বেগম (Pt.W.1) এর জবানবন্দির মূল বক্তব্য হলো তাহারা প্রার্থীকগণ পর্দানশীল মহিলা। তাদের পক্ষে মামলা আমমোক্তারমূলে রবিউল করিম পরিচালনা করত। কিন্তু রবিউল করিম অসুস্থ থাকায় যথাসময়ে তদবির গ্রহন করতে পারেননি। বাদী সাইর খাতুনের মৃত্যুর পর তারা বাদী শ্রেনীভুক্ত হন। ধার্য্য তারিখে তাদের আম-মোক্তার তদবির গ্রহন করতে না পারায় মামলাটি খারিজ হয়। তিনি মূল মামলা পূর্নবহালের প্রার্থনা করেন।

জেরাতে তিনি বলেন যে, তার মাম মারা যাওয়ার পর তারা ০৬ বোন বাদী হন। তাদের বোনের ছেলে রবিউল পাওয়ারমূলে মামলা চালাতো। মামলা খারিজের দিন রবিউল অসুস্থ ছিল না এবং তাদের মামলা মিথ্যা মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

নূর জাহান বেগম (Opt.W-1) জবানবন্দিতে বলেন, মূল মামলায় বাদীপক্ষ সুবিদা করতে পারবে না বিধায় ২৩/০২/২০২০ ইং তারিখে বাদীপক্ষের তদবিরের অভাবে মামলাটি খারিজ হয় বাদী মামলা সম্পর্কে জেনে

ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়াতে মালাটি খারিজ হয়। জেরাতে তিনি বলেন বাদীর মিস মামলা খারিজ যোগ্য। প্রার্থীকের কোন অবহেলা বা লেসেচ ছিল না মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

উপরোক্ত সাক্ষ্যাদি ও মূল মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় , খারিজাদেশের দিন প্রার্থীপক্ষ তদবিরের জন্য সময় প্রার্থনা করিলেও আদালত সময় নামঞ্জুরক্রমে যথাযথ তদবির গ্রহন না করার কারনে মামলাটি খারিজ আদেশ প্রদান করেন। মূল মামলায় বাদী ছিলেন সাইর খাতুন যিনি মামলা পরিচালনা করাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে তাহার ০৬ কন্যা উক্ত মামলায় বাদী শ্রেনীভুক্ত হন এবং মামলা পরিচালনার জন্য রবিউল আলম কে আম-মোক্তার নিয়োগ করেন। প্রার্থীকপক্ষ রবিউল আলম উক্ত সময়ে অসুস্থ্যতা হেতু বিজ্ঞ কৌসুলির সাথে যোগাযোগ করতে না পারায় যথাযথ তদবির গ্রহন করতে পারেননি মর্মে দাবি করেন। প্রার্থীপক্ষে দাখিলীয় ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন প্রদ-১(ক) পর্যালোচনায় রবিউল আলমের সে সময়ে অসুস্থ্য থাকার বক্তব্যর সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। একটি বিষয় পরিস্কার যে প্রার্থীপক্ষ খারিজাদেশের দিন তদবিরের জন্য সময় প্রার্থনা করায় মামলা পরিচালনায় প্রার্থীকপক্ষের অনীহা বা অবহেলা ছিল এমটি ধারনা করা যায় না। কোন ধরনে অবহেলা না থাকা স্বত্বেও পর্দানশীন মহিলা প্রার্থীকগনের পক্ষে আম-মোক্তার তদবিরকারকের অসুস্থ্যতা হেতু তদবির গ্রহনের ব্যর্থতা কারনে মামলার বাদীপক্ষ কে ক্ষতিগ্রস্থ করা অনুচিত হইবে। এ বিষয়টি নমনীয় দৃষ্টে নেওয়া হলে প্রকৃত ন্যায়বিচার হবে মর্মে বিবেচনা করি। দরখাস্ত আনয়নে মাত্র ১৪১ দিন বিলম্ব হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যে সময়ে মামলাটি খারিজ হয়েছিল ঐ সময়ে সারা দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছিল। করোনা ভাইরাসের কারনে প্রার্থীকগনের বিলম্বে দরখাস্ত আনয়নের ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য ও সন্তোষজনক মর্মে বিবেচনা করি। অত্র মিস মামলা ন্যায় বিচার স্বার্থে মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অতএব, বিচার্য বিষয়দ্বয় বাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১ নম্বর বিবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে ১০০০ (এক হাজার) টাকা খরচাসহ মঞ্জুর হলো।

এতদ্বারা মূল মোকদ্দমায় গত ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের খারিজাদেশ রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে ছুড়ান্ত

শুনানী পর্যায়ে আগামী ৩০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিধ ধাযে বাদীপক্ষের তদবির গ্রহন পর্যায়ে পুনর্বহাল করা হোক।

অত্রাদেশ বাদী-প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক খরচা বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা আগামী ২২/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দাখিল সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা দাখিলের ব্যর্থতায় অত্র মঞ্জুরাদেশ রদরহিত মর্মে গণ্য হবে।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম